



যে
বীরঙ্গনার
কথা মনে
রাখেনি
কেউ...

ইসলামের নামে হিংস্র খুনী-ধর্ষকদের সমর্থক - - ইন্টারনেট-আল্ ভৌদড়দের উদ্দেশ্যে - একাত্তরের ঘৃণার সাথে

যে বীরঙ্গনার কথা মনে রাখেনি কেউ...

স্বাধীনতার ৩৬ বছরেও বীরঙ্গনা আমেনার খোঁজ নেয়নি কেউ। বয়সের ভায়ে ন্যূজ আমেনা (৭০) লাঠিতে ভর করে গৌরনদী বাসট্যান্ডে ভিক্ষা করে জীবন কাটাচ্ছে। বাসট্যান্ডেই কথা হয় আমেনা বেগমের সঙ্গে। বললেন, দিনটা ছিল বুধবার। আছরের নামাজ পড়ছিলেন। ঠিক তখনই রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে পাক সেনারা তাঁদের বাড়িতে আসে। স্বামীসহ তাঁকে ধরে নিয়ে যায় বরিশালের গৌরনদী কলেজের পাকবাহিনীর ক্যাম্পে। আমেনা জানান, ওখানে নেয়ার পর জানতে পারেন যে তাঁর বড় ছেলে মুজাফফর টরকীর নীলখোলা নন্দীবাড়ির পাকবাহিনীর ক্যাম্পে রাজাকার হিসাবে নাম লিখিয়েছিল। সুযোগ বুঝে মুজাফফর ক্যাম্প থেকে রাইফেল ও গুলি চুরি করে পালিয়ে এসে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আর এই অভিযোগেই সেদিন পাকসেনারা এই স্বামী-স্ত্রীর ওপর চালায় অকথ্য নির্যাতন। নির্মম নির্যাতনে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে স্বামী সোবাহান হাওলাদারকে ক্যাম্পের বাইরে ফেলে আসা হয়। আমেনা বলেন, “আর আমাকে ক্যাম্পের একটি কক্ষে অন্য মহিলাদের সঙ্গে আটকে রাখা হয়। রাতে ৭/৮ জন নরপশু পাকসেনা তাঁর ওপর চালায় পাশবিক নির্যাতন।” ছেলে মুজাফফরের খবর জানতে এভাবেই তাঁর ওপর চলে পাক হায়েনাদের পাশবিক অত্যাচার। তাঁর শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হলে মূর্খ অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে আমেনা বেগম জানান। আমেনা জানান, তাঁকে যে কক্ষে আটকে রেখে নরপশুরা পাশবিক নির্যাতন চালায় সেখানে আরও ২৫/৩০ জন নারী ছিল। আমেনার এখনও মনে আছে লাইলী নামে এক মহিলা নরপশুদের ধর্ষণে মারা যায়। ছাড়া পাওয়ার পর হামাগুড়ি দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে আমেনা দেখতে পান তাঁদের বসতঘরটি হানাদাররা পুড়িয়ে দিয়েছে। পাক হায়েনাদের নির্মম নির্যাতনের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে উঠানে পড়ে তাঁর স্বামী সোবাহান কাতরাচ্ছে। আমেনা বলেন, কোন মতে কলাপাতা দিয়ে ঘর বানিয়ে অসুস্থ স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু স্বামীকে বাঁচাতে পারিনি। দিনকয়েক পরেই স্বামী সোবাহান মারা যান। স্বামীকে হারিয়ে অনন্যপায় আমেনা যখন আত্মহত্যার প্রত্নুতি নিশ্চিলেন, বললেন, তখনই লোকমুখে জানতে পারলাম আমার ছেলে মুজাফফর বেঁচে আছে। সে গোপালগঞ্জের হেমায়েত বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখলাম। আমেনা আরও জানান, পরে স্থানীয় রাজাকাররাও তাঁর ওপর দ্বিতীয় দফায় পাশবিক নির্যাতন চালায়।

যুদ্ধ শেষ হলে ছেলে মুজাফফর বাড়িতে ফিরে দেখে বাবা নেই। শোনে তাঁর মায়ের এই করুণ কাহিনী। নির্বাক হয়ে যান মুজাফফর। স্বাধীনতার ৩৬ বছরেও বীরঙ্গনা আমেনা বেগমের ভাগ্যে জোটেনি কারও সহানুভূতি। ছেলে মুজাফফর মাছ বিক্রি করে কোন মতে সংসার চালায়। মা আমেনার খোঁজ খবর নিতে পারেন না।

আর তাই গৌরনদীর উত্তর পালরদী গ্রামের বীরঙ্গনা আমেনা বেগমের জীবন চলে এখন বাসট্যান্ডে ভিক্ষা করে। যেদিন ভিক্ষা মেলে সেদিন খায় যেদিন পায় না সেদিন উপোস...

-খোকন আহমেদ হীরা, গৌরনদী থেকে

DAILY JONOKONTHO 14 DECEMBER 2007